ইয়া উম্মতে মুহাম্মাদ

খালেদ আর-রাশেদ

ইয়া উম্মতে মুহাম্মাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

ইয়া উম্মতে মুহাম্মাদ

খালেদ আর-রাশেদ

(সৌদিআরবের কারাগারে বন্দী আলেমে-দ্বীন। মার্কিন ফেরাউনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে তাঁকে ১৫ বছরের কারাদন্ডে দণ্ডিত করেছে সৌদি-সরকার। জালিমের কারাগার থেকে আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করুন)

তরজমা

বিন আদম

মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইয়া উম্মতে মুহাম্মাদ
খালেদ আর-রাশেদ

প্রকাশক : *মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া*
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৫ ইং

স্বত্ত্ব : সংরক্ষিত

মূল্য : ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র

YA UMMATE MOHAMMAD BY KHALED AR-RASHED. Published by MAKTABAYE IBNE TYMIA. BANGLA BAZAR, DHAKA-1100.

উৎসর্গ

উম্মাহর সিংহ-সন্তানদের...
আল্লাহর রাসুলের ভালবাসা মিশে আছে যাদের রক্তের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে...

ইয়া উম্মতে মুহাম্মাদ

খালিদ আর-রাশেদ (হাফিজাহুল্লাহ)

হে আল্লাহর বান্দারা!

আমি আপনাদেরকে একটি দেশের গল্প বলব। দেশটি ইউরোপের, লোকেরা তাকে ডেনমার্ক নামে চিনে। আমাদের ও তাদের মাঝে দূতাবাস আছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন আছে। আরো আছে নানা রকম চুক্তি ও শপথনামা। আমরা তাদের কোনো কিছুতে আঘাত করিনি কিংবা এমন কিছুও করিনি যার কারণে তাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু হায়! কাছে কিংবা দূরে দুনিয়ার সব কুফফারই একই গোত্রের! তাদের অন্তরগুলো ঘৃণা ও বিদ্বেষ দিয়ে ভরা। কার বিরুদ্ধে? মুসলমানদের বিরুদ্ধে! আমাদের মালিক আল্লাহ তাআলা অন্য সবার চেয়ে এই বিষয়টা সবচেয়ে ভালো জানেন, কাজেই তিনি আমাদেরকে এদের ঘৃণ্য অন্তর সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا
وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায়, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনো রকমে কাফের বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)।' (সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১০৯)

আমাদের মালিক আরো বলছেন,

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

'তারা চায়, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও।' (সূরা নিসা, আয়াত : ৮৯)

যখন তারা মুসলিমদের মর্যাদা নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু করলো তারা দেখলো আমরা যে প্রতিক্রিয়া দেখালাম এটা আসলে যাদের আত্মসম্মানবোধ নেই, যাদের মর্যাদাবোধ বলে কিছু নেই, তাদের প্রতিক্রিয়া। তারা দেখল এদের (আমাদের মুসলমানদের) না আছে আত্মসম্মানবোধ, না আছে কোনো মর্যাদার অনুভূতি! আরে তারা তো আমাদের আল-আকসা দখল করে রেখেছে। ফিলিস্তিনি মুসলমানদের পঞ্চাশ বছর ধরে দেখে আসছে, দেখছে আমরা কীভাবে তাদের পরিত্যাগ করেছি! কীভাবে আমাদের ভাইদের তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কীভাবে আমাদের বাচ্চাদের তাদের অস্ত্রসজ্জিত ট্যাংকের সামনে ঢিল হাতে ঠেলে দিয়েছি, এরই নাম বুঝি ভাতৃত্ববোধ!

এদের আবার আত্মমর্যাদা বলে কিছু আছে নাকি?! মুসলমান!! তারা তো আরো দেখেছে কীভাবে এই জাতির পুরুষেরা তাদের সতী নারীদেরকেও ছেড়ে পালিয়েছে। হ্যাঁ, বসনিয়া ও চেচেনিয়াতে! একজন নারীকে ২৭ জন সৈন্য মিলে ধর্ষণ করেছে উন্মুক্ত স্টেডিয়ামে! আর তারা দেখেছে আমাদের সাহসিকতা! কীভাবে মুসলিম দেশে ঢুকে সেখানে আস্তানা গেঁড়ে তাদের সম্পদ ও সম্মান পা দিয়ে মাড়াতে হয়। ইরাকে, আফগানিস্তানে...

তারা আমাদের আল্লাহর কালাম, কুরআনকে পা দিয়ে মাড়িয়েছে।

তারা পবিত্র কুরআনকে পা দিয়ে মাড়িয়েছে এবং অপমান-করেছে!!

আর এসব ঘটনার পর তারা আমাদের থেকে যা শুনলো তা হলো কেবল নিছক নিরীহ নিন্দাজ্ঞাপন, আমাদের দৌড় এতটুকু পর্যন্তই। তারা ইহুদিদের থেকে শুনেছে, 'মুহাম্মদ নির্বংশ হয়েছে, আর তাঁর কন্যাদের রেখে গেছে!'

তারা ইহুদিদের থেকে বার বার শুনে এসেছে, 'মুহাম্মাদ মরে গেছে, আর রেখে গেছে কন্যাদের!'

এরপরের গল্প হলো, সেই দেশের লোকেরা, সেই ডেনমার্ক ও অন্যান্যরা, তাদের নিজেদের ভাগ চাইলো, সেই বড় থালা থেকে যেখানে সবাই একসঙ্গে বসে আহার করছিলো। তারা দেখলো আমাদের অন্তর মরে গেছে। আমাদের হৃদয় দুর্বলতা ও কাপুরুষতায় ছেয়ে গেছে। তাই তারা আরো একবার ছুরি দিয়ে এই ব্যথিত অন্তর টুকরো টুকরো করলো। কীভাবে? শুনুন...

আদমের সর্বোত্তম সন্তানের মাধ্যমে! তিনি, যদি আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে আমাদের সঠিক পথের সন্ধান না দিতেন, তাহলে আজকে আমরা না সালাত আদায় করতাম, আর না সিয়াম পালন করতাম। ওরা আমাদের ছুরিকাঘাত করলো তাঁর অপমানের মাধ্যমে, যিনি আমাদেরকে পেয়েছিলেন পথভ্রষ্টতায়, এরপর আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে আমাদের হেদায়েত করেছিলেন।

তারা আমাদের সেই মানুষটির উপর ছুরি চালিয়ে দিলো যখন আমরা ছিলাম নিঃস্ব, খালি পায়ের বুদু, আর আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে আমাদের সমৃদ্ধ করলেন। তারা তাঁর প্রতি আক্রমণ করলো, যিনি আমাদেরকে পেয়েছিলেন ছড়ানো-ছিটানো বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, আর আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে আমাদের অন্তরগুলোকে জুড়ে দিলেন, একে অপরের সঙ্গে।

তারা ছুরি চালিয়ে দিলো তাঁর প্রতি, যিনি আমাদের নিজেদের জীবনের থেকেও প্রিয়। আমাদের পিতা-মাতা, অর্থ-সম্পদ এমনকি সারা দুনিয়ার সকল মানুষের থেকেও যিনি ছিলেন প্রিয়।

এরাই প্রথম নয় যারা এমন কাজ করলো, তাদেরও আছে পূর্বসূরী। তাদেরও আছে পূর্বসূরী আর আমাদেরও আছে পূর্বসূরী। কিন্তু ওদের পূর্বপুরুষ যাদের পেয়েছিলো আমরা তাদের উত্তরসূরী নই। তারা জবাব পেয়েছিলো, তারা পেয়েছিলো মু'য়াজ এবং আফরার পুত্র মুয়াওয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে।

আরে, তারা তাদের সীমা অতিক্রম করেছে। কারণ তারা আমাদের মাঝে এমন কাউকে পায়নি যে তাদেরকে মু'য়াজ ও মুয়াওয়াজ- আফরার

পুত্রদের মতন করে জবাব দিতে পারতো। ষোল বছরের দুই বালক যারা বদরের দিনে এসে হাজির হয়েছিলেন আবু জাহলের খোঁজে।

যখন যুদ্ধের সারি দাঁড়িয়ে গেল, কাতার সোজা হয়ে গেল, সীসা গলানো প্রাচীর তৈরি হয়ে গেল, তখন আবদুর রহমান বিন আউফের জবানিতে শুনুন। তিনি বলেছেন, 'আমি বাচ্চা ছেলেদের মাঝে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই অস্বস্তিবোধ করছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল নিজের নিরাপত্তার জন্য, নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য পুরুষ লোকের দরকার ছিল। কিন্তু তাদের দুজনের মুখ থেকে যখন জবান ছুটলো তখন আমি বুঝলাম, আমি এই ময়দানের সবচেয়ে সাহসী লোকদের মাঝে আছি।'

তারা বললেন, 'চাচা! দেখিয়ে দিন, বলুন আবু জাহেল কোথায়?'

তিনি বললেন, 'তার সঙ্গে তোমাদের কী দরকার?'

তারা উত্তর করেছিলেন, 'আমরা শুনেছি, সে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান করে।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তো করবেটা কি তাকে চিনতে পারলে?'

তারা যে উত্তর দিয়েছিল তাতে মিশেছিলো সত্যিকারের বীর পুরুষের ভালবাসা;

'ওয়াল্লাহি (আল্লাহর শপথ)! আমাদের নজর তার চোখ থেকে নিচে নামবে না!'

'ওয়াল্লাহি! আমাদের নজর তার চোখ থেকে নিচে নামবে না!'

'ওয়াল্লাহি! যদি সে বেঁচে যায় তাহলে আমাদের বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই!!'

এরপর যখন তিনি বুঝলেন এরা সত্যবাদী, তিনি আবু জাহেলের জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন। টান টান করে রাখা ধনুক থেকে তীর যেভাবে ছুটে গিয়ে শত্রুর বুকে রক্তধারা ছুটায়, তারা দু'জন সেভাবে ছুটে গেলেন, কুফফার সৈন্যের সারি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, তাঁরা আক্রমণ করে জালেমটাকে হত্যা করলেন। এরপর তারা দু'জনে প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খুশিতে ছুটে এলেন। বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর শত্রুকে আমি হত্যা করেছি!'

ওই আবু জাহেলের বংশধরেরা তার সুন্নত ধরে রেখেছে, কিন্তু আমরা পারিনি আমাদের পূর্বসূরীদের সুন্নাহ ধরে রাখতে। আজকে কে আছে যে আল্লাহর শত্রুদের অপমানের জবাব দিতে পারবে? কে তাদের নিশানা করবে?

কুফফারের এত রাগের কারণ কী?

আমরা তো তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাইনি, না কাছে থেকে আর না দূরে থেকে।

তারা বলে, 'আমরা ও অন্যেরা তাদের শত্রু বলি না। তাদের শত্রুতার জন্যে আহবানও করি না।'

তাহলে কি সেই কাজ যা আমরা তাদের সঙ্গে করেছি?

হ্যাঁ, তারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে ক্ষেপে গিয়েছে। দিনের পর দিন ধরে তাদের শত মিথ্যা অপবাদ, অপপ্রচারের পরেও ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় দেখে ওরা বিবেকশূন্য হয়ে গেছে।

তারা পাগল হয়ে গেছে, তারা জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে। কারণ তারা দেখেছে এই উম্মতের লোকেরা এখনও তাদের আগ্রাসন ও ইসলাম ধ্বংসের যাবতীয় পরিকল্পনা সত্ত্বেও, তাদের দিন-রাত এক করে দেওয়া নিরলস ষড়যন্ত্রের পরেও কিছু লোক দাঁড়িয়ে গেছে তাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে। কিছু মুজাহেদিন তৈরি হয়ে গেছে তাদের সর্বগ্রাসী চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

জিহাদি প্রতিরোধের চরম বাস্তবতা দেখে তারা পাগলের মত ক্ষেপে গেছে। তারা ভড়কে গেছে ইরাকে এসে, তারা ভুলে গিয়েছিল যে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন এই মুজাহেদিনদের নেতা। তাদের সেক্যুলার কর্মী, দালালদের সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বেড়েছে মুজাহিদিনদের সংখ্যা।

তারা পাগলের মত ভালো-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে জিহাদের আগুনকে দাবানলের মতো জ্বলে উঠতে দেখে। তাদের আত্মা চমকে গেছে আফগানিস্তানে এসে। তারা ভুলে গিয়েছিলো এই লোকদের নেতা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি নিজে এই সব যোদ্ধার নেতা। আর

শহীদ হওয়া, শাহাদাত লাভ করা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের কাছে সব থেকে প্রিয় বিষয়।

আরে, তারা ভুলে গিয়েছিলো মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদিনদের নেতা।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ঠিকই বলেছেন, 'যখন রণাঙ্গনে যুদ্ধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠতো, পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপধারণ করতো, আমরা এসে আমাদের নবীজীর পেছনে আশ্রয় নিতাম আর তিনি সামনে থেকে লড়তেন এবং আমাদের রক্ষা করতেন।'

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করা হলো সত্যবাদীদের সব চেয়ে দামি ইচ্ছা।

তিনি বলেছেন, আমার নিজের পিতা-মাতার জান তাঁর জন্যে মুক্তিপণ দিতে রাজি আছি।

তিনি বলেছেন, 'আমি আল্লাহর কারণে শহীদ হতে চাই, এরপর আবার জীবন লাভ করতে চাই, আবার শহীদ হতে চাই এরপর আবার, আবার এবং আবার।'

এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সৈনিকদের নেতা এবং তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন বিজয়ের পথে। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উম্মতের জীবন এবং আশা জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

তাদের মেজাজ বিগড়ে গেছে দেশে দেশে হাজারে হাজারে যুবকদের দেখে এবং যুবকদের মাঝে ইসলামের নবীর দেখানো হেদায়েতের পথ আঁকড়ে ধরার প্রবণতা দেখে। অথচ তারা তাদের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল যুবকদের নীতি-নৈতিকতা ধ্বংস করার জন্য। মুসলিম সমাজের শত বছরের লালিত নীতি-নৈতিকতা ধ্বংস করার জন্যে তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। স্যাটেলাইট চ্যানেল, অশ্লীল নাচ-গান-সিনেমার প্রচার-প্রসারের জন্যে।

তোদের জন্য দুর্ভোগ, তোদের প্রতি অভিশাপ! ওরা কি শুনেনি?

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'যারা পছন্দ করে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' (সূরা নূর, আয়াত : ১৯)

আল্লাহর শপথ!

তাদের মেজাজ বিগড়ে গেছে কারণ তাদের নিজেদের দেশে পর্যন্ত সেই লোকেদের সংখ্যা বাড়ছে, যারা শুশ্রমণ্ডিত, যাদের অন্তর বিশুদ্ধ। আজ তাদের নিজেদের দেশে বাড়ছে শুশ্রমণ্ডিত, হিজাবি নারী-পুরুষের সংখ্যা, যারা প্রতি কদমে কদমে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণ করে চলেছে।

তারা ক্ষেপে গেছে কারণ, অনেক ডেনিশ ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের রাসূল বলে চিনতে পেরেছে। সারা দুনিয়ার মানুষের অবগতির জন্য বলছি, জেনে রেখো, ইসলাম এই দুনিয়ার দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম।

ইসলাম দুনিয়ার দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম!

আর এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ এটাই মানুষের স্বাভাবিক ফিতরাত (প্রকৃতি) যার উপর আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন।

তারা পাগল হয়ে গিয়েছে, যখন তারা দেখেছে তাদের আগুনঝরা প্রচারণার পরও মুসলিম নারীরা নিজের স্বকীয়তা ধরে রেখেছে, বিশেষ করে এই দেশে আমাদের মহিলা ও মেয়েরা তাদের কদম শক্ত করছে এবং পথভ্রষ্টতাকে প্রত্যাখান করছে।

তাদের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ তাদের দেশে পর্যন্ত হিজাবী নারীর সংখ্যা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের চোখে এই দৃশ্য এতই ভয়াবহ আকারে ধরা পড়েছে, তারা আইন করে পর্যন্ত হিজাবের বিরুদ্ধে নেমেছে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম এরা হিজাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আরে, এই কুফফাররা কি জানে না, তাদের দেশীয় দোসর-দালালেরা কি জানে না, এই নারীরা কার সন্তান-সন্ততি? এরা তো খাদিজা, আয়েশা, সুমাইয়া, উম্মে উমারাহ (রা)-দের সন্তান-সন্ততি। আরে এই কুফফারেরা কি ইসলামের ইতিহাস পড়ে দেখেনি? এই সেই জাতি, যার নারীরা পুরুষদের আগে জীবন বাজি রেখেছে। ইসলামের প্রথম শহীদ একজন নারী! এই ধর্মের নারীরা তাদের পুরুষদের আগে জীবন বিলিয়ে দেয়!

উহুদ যুদ্ধের দিনে,
যখন যুদ্ধের ভারসাম্য হারিয়ে গেল, অনেকে ময়দান ত্যাগ করলো, একদল ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলো মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ছিলেন এক শীর্ণকায় মহিলা। কিন্তু মহিলার কদম ছিলো অবিচল।
'হে লোকেরা!
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'উম্মে উমারাহ আমাকে রক্ষা করছিল। আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, উম্মে উমারাহ আমাকে রক্ষা করছে।'
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, 'হে উমারাহ'র মা, তুমি যা সহ্য করেছো তা আজকে আর কে সহ্য করেছে? হে উম্মে উমারাহ 'আমার কাছে কিছু চাও! বল তোমার কি ইচ্ছা!'
তিনি বললেন, 'আমরা জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই হে আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)!
'আমরা জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই হে আল্লাহর রাসুল!'
'আমরা জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই হে আল্লাহর রাসুল!'
তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি জান্নাতে আমার সাথীদের মাঝে থাকবে।'
যদি ইতিহাস আউস ও খাযরাজ এই দুটি গোত্রের (ভালো কাজে প্রতিযোগিতার কথা) জেনে থাকে, তাহলে যেভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে সেভাবে আরো আউস ও খাযরাজের আগমন বাকি আছে। আর ষড়যন্ত্রের পরেও তাদের উত্থান হবে, গায়েবের ভাণ্ডারের রক্ষাকর্তার হাতেই এই সুপ্ত উত্থান লুকানো আছে।

একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত শয়তানি ডেনিস পত্রিকা এতটাই ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, তারা আদমসন্তানের শ্রেষ্ঠসন্তানকে নিকৃষ্টতম কার্টুন ও ব্যঙ্গচিত্রে অংকন করেছে। একটি ছবিতে তারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছবি এঁকেছে। তাতে তাঁর মাথার পাগড়িতে বোমা এঁকেছে। আরেকটি ছবিতে দেখানো হয়েছে তিনি ছুরি হাতে মহিলাদের তাড়া করছেন। আরেকটি ছবিতে দেখানো হয়েছে, তিনি খুবই স্বল্পবসনা নারীদের তাড়া করছেন। আরেকটি ছবিতে তিনি তাঁর অনুসারীদের বলছেন, 'আমাদের আর বেশি কুমারী নারী নেই।' (নাউযুবিল্লাহ)

তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের সীমানা এতটাই বেড়েছে, তারা একটি ছবিতে এঁকেছে যাতে তিনি সিজদারত আছেন আর তাঁর পিঠের উপর একটি কুকুর চড়ে বসেছে। (নাউযুবিল্লাহ)

এমনকি তাঁর পেটের ছবি পর্যন্ত এঁকেছে, তাঁর তলপেটের ছবি ছিল খোলা ও অশ্লীলতাপূর্ণ। দেশে দেশে যখন মুসলিমরা প্রতিবাদ জানালো এই ছবিগুলো প্রত্যাহার ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য, তখন তারা আরো বেশি করে এই সীমা ছাড়ানো বেয়াদবি শুরু করল। তারা উন্মুক্ত কার্টুন আঁকার প্রতিযোগিতা ঘোষণা করলো। তারা হাসি, বিদ্রুপ, বেইজ্জতি সব করেছে। তারা মাত্রা ছাড়ানো ঠাট্টা-মশকরা, বেইজ্জতি করেছে একটি সমগ্র জাতির অনুভূতিকে। এখন বলুন, তাদের প্রতি আমাদের কী ধরনের মনোভাব দেখানো উচিত?

আল্লাহ কি একথা বলেননি,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

যারা মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথী তারা 'কাফেরদের প্রতি কঠোর?' (সূরা ফাতহ, আয়াত : ২৯)

আল্লাহ কি একথা বলেননি,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

যারা মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথী তারা 'কাফেরদের প্রতি কঠোর?'

ওয়াল্লাহি (আল্লাহর শপথ!)
আমাদের জন্য কোনো কল্যাণই নেই! আমাদের কোনো মূল্যই নেই, যদি এই ঘটনাগুলো এভাবেই চুপচাপ শেষ হয়ে যায়।
যে জাতি তার নেতার সম্মান রক্ষা করতে পারে না, সে জাতি কীভাবে তার শত্রুদের পরাজিত করবে?
আমাদের নপুংসকতার জন্য মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদুন, আর আল্লাহর কাছে দুয়া করুন যেন আমাদের সন্তানদের এরকম অক্ষম করে না বানান। আমরা যেদিন থেকে এই ব্যভিচারী জাতিগুলোর দুধ পান করা শিখেছি সেদিন থেকেই তারা আমাদের অসম্মান আর লজ্জা গুলে খাইয়ে দিচ্ছে।
আজকে আমাদের পুরুষদের জন্য মহিলাদের মত বোরখা পরে রাস্তায় চলাচল করাই উত্তম, তবু তাদের অপমানজনক মিথ্যাচার শুনতে চাই না, তাদের ঘৃণা থেকে উৎসারিত এ কথা কি আমরা বুঝি না? তারা বলছে, 'আমরা আমাদের 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা'র মাধ্যমে আমাদের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটাচ্ছি!'

হে মাথামোটা লোকের দল!
একবার ভালো করে বুঝুন, কোনোদিন দেখেছেন এই বিজাতিরা (ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনের নামে) কোনো হিন্দু কিংবা ইহূদিকে নিয়ে তামাশা করেছে? গরুর পূজারীরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুপুরুষ হয়ে গেল নাকি? কোথায় সত্যবাদীরা? কোথায় নিজের জীবনের চেয়ে বেশি রাসূলকে ভালবাসার দাবিদারেরা? মুসলিম দেশের সরকারগুলোর অবস্থান কোথায়? দেড়শ কোটি (নামেই মাত্র) মানুষের উম্মাহর অবস্থান কোথায়?

হে আল্লাহর বান্দারা!
ন্যায়পরায়ণ মুসলিম উলামাগণ একত্রিত হয়েছেন, কারণ নিজের জান-মাল সবকিছু কুরবানি করে হলেও আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষা করা আবশ্যক। এবং যত দিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে যা বলা হবে, সবকিছু প্রতিরোধ করতে হবে ।

আর এটা আমাদের উপর তাঁর সর্বনিম্ন হক, যাতে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে আমরা তাঁর দীন ও রাসূলের সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আমাদের অনেকেই জাহেলিয়াতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আর কাপুরুষতায় তুলনাহীন।

তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, শত্রুতা করেছে সেদিন থেকে, যেদিন তাদের মহিলা কুকুরটি, তাদের নোংরা ও নাপাক রাণী যে তার স্মৃতিকথায় লিখেছে, 'ক্যানসারের ঘা-এর মত বর্ধনশীল মুসলিম জাতিকে ডেনমার্ক থেকে প্রতিহত করা জরুরি।'

আল্লাহ যেন ওই নারীর চেহারা বিকৃত করে দেন! কুফফার মহিলাদের আর কিছু বাকি রইল না? আর তাদের প্রধানমন্ত্রী, সকল শয়তানির মাথা বললো, 'আমাদের মিডিয়ার স্বাধীনতা রয়েছে এর অনুভূতি, মতামত প্রকাশ করার এবং আমরা তো এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে পারি না!'

আমি জানি না, তার মতামত কি একই রকম হতো যদি ইহুদিদের অনুভূতিকে এভাবে আক্রমণ করা হতো? আর তাদের প্রধান বিচারক একজন মুসলমান কর্তৃক সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজ করে দিলেন!

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা!

এই ঘটনা শুধু একটি পত্রিকার ঔদ্ধত্য আর বেয়াদবির নয়, বরং এটা তাদের সারা দেশ, তাদের সকল পত্রিকা, রাণী, প্রধানমন্ত্রী সবার। তো এরপর আর কি? আর কিসের জন্য আমরা বসে আছি?

এই পেটমোটা আরব সরকারগুলো তাদের নেতা ও রাজাদের নিয়ে আত্মঅহংকার করে। অথচ মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে নিয়ে এদের কোনো আত্মসম্মানবোধ নেই। কি মনে করেন আপনি? যদি এদের একটা আরব রাজার ছবিও এভাবে আঁকা হতো? কিংবা এই নেতাগুলোর ছবি? আমি এর উত্তর আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম।

ইয়া উম্মাতে মুহাম্মদি!

ইয়া উম্মাতে মুহাম্মদি!

হে উম্মাহ!

আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা!

তোমাদের নবীর সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, আর তোমরা করছোটা কি?

তোমরা দুধ খাওয়া ছেড়ে দেবে? নিডো, ডেনিশ লুপার্কের মাখন? তোমরা কি কেবল এতটুকু করতে পারো?

তাহলে শোন, সত্যবাদীদের আবেগময় গল্প শোন।

হুদায়বিয়া সন্ধির দিনে,

কুরাইশেরা উরওয়াহ বিন মাসউদকে পাঠালো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে। সে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, 'কুরাইশরা বাঘের চামড়া পড়ে বসে আছে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর শপথ করে বলছে, তুমি জোর খাটিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না।'

সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরো ভয় দেখালো, 'ওয়াল্লাহি! একবারের জন্যে কি নিজের অবস্থা চিন্তা করে দেখেছো? আজকে যারা তোমার সঙ্গে আছে এরা যে কালকে তোমাকে ছেড়ে দেবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে? তখন তোমার কী হবে চিন্তা করেছো?'

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশেই ছিলেন, তিনি উত্তর করলেন, 'লাতের (মুশরিকদের কল্পিত নারী দেবী) ঝুলন্ত চামড়া চুষতে থাক! আমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব?' (সহিহ বুখারি)

উরওয়াহ অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'হে মুহাম্মদ! এই লোকটি কে?'

তিনি জবাবে বললেন, '(আমার আব্বা-আম্মা তাঁর জন্যে কুরবান হোক) তিনি হচ্ছেন, কুহাফার পুত্র আস-সিদ্দিক!'

এরপর পাপাচারী উরওয়াহ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি মোবারক ধরে টান দেওয়ার জন্যে হাত বাড়াল।

হযরত মুগীরা বিন শুবাহ রাদিআল্লাহ তখন পাশে দাঁড়ানো, তিনি আপাদমস্তক লোহার বর্ম পড়েছিলেন। কেবল তাঁর দুটি চোখ দেখা যাচ্ছিলো। যখন ওই পাপাচারী হাত সামনে বাড়ালো, তখন মুগীরা রাদিআল্লাহ তরবারির খাপ দিয়ে তার হাতে আঘাত করলেন, আর তাকে শুনিয়ে দিলেন, 'তোর হাত সামলে রাখ, আল্লাহর রাসূলের দাড়ির থেকে তোর হাত সামলে রাখ, নইলে এই হাত আর তোর শরীরে ফেরৎ যাবে না।'

উরওয়াহ বললো, 'আরে মর তুমি! তোমার এতো ক্ষিপ্ত হওয়ার আর রেগে যাবার কারণ কি?'

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসি দিলেন।

তখন উরওয়াহ বললো, 'হে মুহাম্মাদ! এ আবার কে?'

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'সে তোমার আপন ভাইয়ের ছেলে, মুগীরা বিন শুবাহ।'

না, কোনো সম্পর্ক নাই!

কোনো গোত্রপ্রীতি নাই!

তৎকালীন আরবসমাজ, যারা একজন লোকের জন্যও গোত্রে গোত্রে মারামারি করতো, যুদ্ধ করতো সেখানে এ এক অকল্পনীয় ব্যাপার!

তিনি এমন ওযু করে অভ্যস্ত ছিলেন না, যখন সাহাবিরা তাঁর ওযুর গড়িয়ে পড়া পানি ছুঁয়ে নিজেদের শরীরে মাখার জন্য প্রায় ঠেলাঠেলি, মারামারি করার উপক্রম হতেন। সেই পানি তারা নিজের মুখে ও শরীরে মাখতেন। তাঁর একটি চুল কিংবা দাড়ি যদি ছিঁড়ে পড়তো, তবে তা মাটিতে পড়ার আগে সাহাবাদের হাতের উপর পড়তো।

হুদায়বিয়ার দিনে বোঝাপড়া করতে এসে উরওয়াহ এই দৃশ্যগুলো দেখে গেলো। সে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে কী বলেছিলো? সে বললো, 'আমি খসরু (কিসরা)-কে তার নিজের প্রাসাদে দেখেছি। আরও দেখেছি সিজার এবং নাজ্জাসীকেও। তাদের নিজ নিজ রাজত্বে। ওয়াল্লাহি! আমি এমন কোনো ঘটনা দেখিনি, যেমনটা দেখেছি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথীদের মাঝে। আমি এমন এক জাতিকে

দেখেছি, যারা কস্মিনকালেও তাঁকে অমান্য করে না। কাজেই এই লোকদের সঙ্গে কী আচরণ করবে আর কী সিদ্ধান্ত নেবে তা তোমরা ভালো করে ভেবে দেখ।'

এই ছিলো তাঁদের আত্মসম্মানবোধ! এই ছিলো তাদের মর্যাদার অনুভূতি!

আজকে কোথায় আমাদের আত্মসম্মান?

আমরা সেই সুন্নাহ থেকে কত দূরে সরে আছি?

কোথায় সেই হেদায়েতের পথ?

তাঁর শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ কোথায় করছি আমরা?

শোনো হে মুসলিম!

ভালো করে শুনে রাখো!!

কেন আল্লাহ এই লোকগুলোকেই তাঁর সাথী, সাহাবি হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন?

বলছি শোনো!

ভালো করে শুনে রাখো, কেন আল্লাহ এই লোকগুলোকেই তাঁর সাথী-সাহাবি হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন?

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ আল-হুদালি নামের একজন লোকের কথা শুনলেন, যে মক্কায় বসে নবীকে হত্যা করার জন্যে লোক জমায়েত করছিল আর সেখানে তাঁবু স্থাপন করেছিল। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্দিকীনদের মধ্য থেকে একজন লোক বাছাই করলেন। একজন যোদ্ধা।

'আমার জান আপনার জন্য বাজি রাখলাম! আপনার আদেশ আমাকে বলুন!'

তখন আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'মক্কায় যাও আর খালিদ আল-হুদালির মাথা কেটে নিয়ে এসো।'

'মক্কায় যাও, আর খালিদ আল-হুদালির মাথা কেটে নিয়ে এসো।'

আমি আপনি হলে কি করতাম? কি অজুহাত দেখাতাম এই ভয়ানক আদেশ এড়ানোর জন্য? হ্যাঁ, অজুহাত তিনিও দেখিয়েছিলেন কিন্তু তিনি

বলেননি, 'মাফ করবেন'। তিনি বলেননি, 'এই কাজটা আমার জন্য অনেক কঠিন'। কিংবা 'আমার সঙ্গে আরো কয়েকজন লোক দিন'।
এই সত্যবাদী লোকটি যে অজুহাত দেখিয়েছিলেন তা শুনে রাখুন, তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো জীবনেও তাকে দেখিনি এবং তাকে তো চিনিও না।'

তখন নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'এই লোকের সনাক্তকরণ চিহ্ন হলো তাকে দেখামাত্রই তোমার প্রচণ্ড ক্রোধের জন্ম নেবে।'

আরবের লোকেরা ছিল জাতিগতভাবে যোদ্ধা। তারা পর্যন্ত বলত, 'খালিদ আল-হুদালী এমন এক পুরুষ যে তার শক্তি আর বীরত্বের কারণে একাই এক হাজার সাধারণ মানুষের সমান।'

কিন্তু যাদের অন্তরে বিশ্বাসের শক্তি আছে তারা একমাত্র আল-জব্বার (আল্লাহ)-কে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না!

যাদের অন্তরে বিশ্বাসের শক্তি আছে তারা একমাত্র আল-জাব্বারকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না!

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'যে জিনিসটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে (মাখলুক)-কে শুধু সেই ভয় করতে পারে, যার অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত।'
আর ইবন উনাইস সেই মুমিন যুবক যিনি রাসূলের নির্দেশে মক্কায় গমন করলেন। খালিদ আল-হুদালি মিনাতে ঘাঁটি গেড়েছিল যেখানে সে তার সস্তা ষড়যন্ত্রের পক্ষে লোকজন জমায়েত করার চেষ্টা করতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনাইস সেই শিবিরে যোগ দেওয়ার ভান করে সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়লেন। যুদ্ধ হলো কৌশল। খালিদ তাকে একজন জ্ঞানী ও উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিল।
লোকটা তাকে ধীরে ধীরে নিজের কাছের লোকের মাঝে শামিল করে নিল। আর কিছুদিন পর খালিদ এবং উনাইস একা একা উপত্যকায় হাঁটাহাঁটি করছিলেন। উনাইস নিজের তরবারি খাপ মুক্ত করে একেবারে লোকটির ঘাড়ে আঘাত করলেন।

এরাই ছিলেন সাথী, আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি। মিশন সমাপ্ত করে আবদুল্লাহ ইবন উনাইস মদীনায় ফিরে এলেন। হাতে কুকুরটার মাথা।

তাঁর পৌছানোর পূর্বেই নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহীর মাধ্যমে এই সংবাদ এসে পৌঁছেছিল, তাঁর সৈনিকটি তাঁর অর্পিত কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছে।

যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখলেন, তিনি বললেন, 'হে উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, আমার হাঁটার লাঠিটি সঙ্গে রেখো। এটা নাও এর উপর ভর করে থেকো শেষ বিচারের দিনে, যেন আমি তোমাকে চিনতে পারি আর খুব কম মানুষই লাঠিতে ভর করে থাকবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনাইস রা. মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করেছিলেন, যেন তাঁর কাফনের সঙ্গে লাঠিটিকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া হয়। এটি প্রমাণ, তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য করেছিলেন।

এসব গৌরবগাঁথা তাঁরা অংকন করেছিলেন, আর আমাদের কি খবর?

এই ধরনের কুফফারের সঙ্গে তাদের আচরণ ছিল এক রকম, আর আমাদের আচরণ অন্য রকম।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

'যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।' (সূরা আল-ফাতহ, আয়াত : ১০)

তাঁরা দাবি করেছিলেন তাঁরা আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসেন, আর তাদের দাবির প্রতি তাঁরা সত্যবাদী ছিলেন। তাই আল্লাহও তাদের প্রতি সত্যবাদী ছিলেন। তাঁদের মাঝেই ছিলেন এমন সব মানুষ, যাদের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল।

তাঁদের মাঝে ছিলেন সেইসব মানুষ, যাদের সঙ্গে সরাসরি আল্লাহ কথা বলেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'হে আমার বান্দা, ইচ্ছা প্রকাশ কর।'

'আমার ইচ্ছা আমাকে দুনিয়াতে ফেরৎ পাঠানো হোক এবং আল্লাহর রাস্তায় আমি শহীদ হই।'

তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিজের জীবনের থেকে বেশি ভালবাসার যে দাবি করেছিলেন, তার প্রমাণ তাঁরা ইতিহাসে স্থাপন করেছেন। আর এজন্যই এই লোকদের প্রতি আল্লাহও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁদের মাঝেই ছিলেন এমন সব মানুষ, যাদের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল।

আর তাই আল্লাহ তাঁর প্রতিউত্তর করলেন, 'তাঁদের জন্য আমি লিখে দিয়েছি, তাঁরা এর প্রতি আর ফিরে আসবে না, কিন্তু তোমাদের প্রতি আমি আমার সন্তুষ্টি স্থির করেছি এবং তোমাদের প্রতি আমি কখনো অসন্তুষ্ট হব না।'

তাঁদের মাঝেই ছিলেন এমন সব মানুষ, যাঁদের জন্য বৃষ্টির মতো ফেরেশতা নেমে এসেছেন আসমান ও জমিনের মাঝে। আর তাঁদের মাঝেই ছিলেন এমন সব মানুষ, যাঁকে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে বলেছেন, তিনি তোমাকে ভালবাসেন। আল্লাহ আমাকে বলেছেন, তিনি তোমাকে ভালবাসেন এবং আমাকেও আদেশ করেছেন তোমাকে ভালবাসতে।'

এবং জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন, 'তাঁর প্রতি সালাম পৌঁছে দিন, তাঁর রবের (আল্লাহর) পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ হতে। তাঁর প্রতি সালাম পৌঁছে দিন, তাঁর রবের (আল্লাহর) পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ হতে এবং আরও সুসংবাদ দিন জান্নাতে তাঁর জন্য নির্মিত প্রাসাদের, যা নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে কোন হৈচৈ কিংবা শোরগোল, শঠতা নেই।'

এরাই কি সেইসব মানুষ নন, যাদের জন্য আল্লাহ বলেছেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।' (সূরা তাওবা, আয়াত : ১০০)

জনৈক কাফের ঠিকই বলেছে, 'ইসলাম ধর্ম হিসেবে টিকে থাকে, যদি এতে পুরুষ লোক থাকে।'

আল্লাহর শপথ! লোকটা মিথ্যা বলেনি।

আজকে তারা আমাদের ইসলাম, কুর'আন ও নবীকে নিয়ে হাসি-তামাশা করছে।

টয়লেটে কুর'আনকে ফ্লাস করছে।

টার্গেট প্র্যাকটিস হিসেবে আল কুর'আনকে গুলি করেছে।

আর এখন তারা নবীজীকে নিয়েও বিদ্রুপ শুরু করেছে।

তো তোমরা চাওটা কি? আত্মসমর্পণ করবো আর পরাজিত হবো?

তাদের আইনে যেকোনো ধর্মকে কটাক্ষ করা নিষেধ, ইসলাম বাদে। আর তারা বলে ইসলাম নাকি এমন লোকদের ধর্ম যাদের সস্তা মন-মানসিকতা। (নাউযুবিল্লাহ!) এগুলো বলে তারা আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ করে।

আজকে আমাদের মাঝে কোথায় সেই মুয়াজ ও মুয়াওয়াজ? কোথায় আজকে আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ও তাঁর মতো মানুষ?

আরো শুনুন,
আর নিজের পুরুষত্বহীনতার জন্য আচঁল চাপা দিয়ে কাঁদুন। 'দুরার আল মাকিনাহ'র লেখক বর্ণণা করেছেন, তৃতীয় খণ্ডে, ২০২ পৃষ্ঠায়, খৃস্টানদের মধ্যে একদল উর্ধ্বতন লোক জনৈক মংগোলীয় রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলো। ওই রাজা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।
একজন উর্ধ্বতন খৃস্টান পাদ্রী নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে বেয়াদবি শুরু করলো এবং আজেবাজে কথা বলা শুরু করলো। সেখানে একটি শিকারি কুকুর বাঁধা ছিলো। কুকুরটি বিকট শব্দে ডাকতে লাগলো এবং ওই খৃস্টান পাদ্রীর প্রতি উন্মত্ত হয়ে শোরগোল শুরু করলো।
লোকেরা অনেক কষ্টে কুকুরটিকে সেখান থেকে সরালো। তাদের মাঝে একজন বললো, 'তুমি মুহাম্মদের নামে যা বললে সে কারণেই এই প্রাণীটি এমন করছে।'
কিন্তু পাদ্রী বললো, 'না, আসলে কুকুরটাই এমন, সে আমার হাতের লাঠিটি তার দিকে তাক করা দেখে মনে করেছে আমি তাকে মারবো।'
এরপর সে আবার তার বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা শুরু করল এবং মূর্খের মত উচ্চঃস্বরে বলতে লাগলো। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণীটি তার শিকল ছিঁড়ে ফেললো এবং খৃস্টান লোকটির ঘাড় কামড়ে ধরলো। এক কামড়ে তার কণ্ঠনালী আলাদা করে ফেললো। ইতিহাস সাক্ষী, চল্লিশ হাজার মংগোলীয় ওই ঘটনার পর ইসলাম গ্রহণ করেছে।

একটা কুকুরও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো আর রেগে গিয়েছিলো,
একটা কুকুরও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো আর রেগে গিয়েছিলো।
কোথায় আমাদের অনুভূতি? কোথায় আমাদের রাগ?
কোথায় আমাদের রাগ?
গাছপালা-লতাপাতা পর্যন্ত তোমার বিরহে ব্যথিত হে আল্লাহর প্রিয় বান্দা, আজ তোমার জন্য আমাদের দরদ কোথায় হারিয়ে গেলো?
হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ যখন এই হাদিসটি শুনলেন যেখানে বলা হয়েছে, যেই গাছের গুঁড়ির উপর বসে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিতেন, সেই গাছের গুঁড়িটি আল্লাহর রাসূলের বিরহে

ক্রন্দন করতো, তিনি তখন অঝোরে কাঁদতেন আর লোকদের বলতেন, 'হে মুসলমানরা! বৃক্ষ, তরু-লতা পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের জন্য বিরহী-দরদী ছিলো। বৃক্ষ, তরু-লতা পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের জন্য বিরহী-দরদী ছিলো, তোমরা কি সেই দরদ অনুভব কর না তাঁর স্মৃতিকাতরতায়?'

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের মাঝে মাঝেই বলতেন, 'আমি আমার ভাইদের নিয়ে চিন্তিত। আমি আমার ভাইদের নিয়ে চিন্তিত।'

কাজেই তারা জানতে চাইতেন, 'আমরা কি আপনার ভাই নই?'

তিনি তাদের বলতেন, 'তোমরা আমার সাহাবি। আমার ভাই তো তারা, যারা আমাকে বিশ্বাস করবে অথচ তারা আমাকে কোনোদিন দেখেনি।'

সেদিন আমরা তাঁকে কি বলবো? যেদিন সব মানুষ জড়ো হবে কাউসারের পানি পান করার জন্য? যখন তিনি বলবেন, 'ওরা আমাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করেছে, অমর্যাদা করেছে, আমাকে আহত করেছে, তো তোমরা আমার সম্মান রক্ষা করার জন্য কি করেছিলে?'

হ্যাঁ, আপনাদের জন্যে এটাই সুযোগ। যারা চান, আপনাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সম্মানিত হোক। এটাই সুযোগ। এই সেই দরজা। যারা চান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যে এগিয়ে যাবেন, তাঁরা প্রবেশ করুন এই দরজা দিয়ে। কোথায় আপনাদের অনুভূতি? কোথায় আপনাদের পৌরষ? কোথায় আপনাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য ভালবাসা? আর কোথায় আপনাদের রক্তে নাচন লাগা আত্মসম্মানবোধ?

সারা দুনিয়া তাকিয়ে আছে, অপেক্ষায় আছে কে সেই ব্যক্তি, কেউ কি আছে এই উম্মাহর মধ্যে সিংহহৃদয়, যিনি উম্মাহর সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবেন, যেই সম্মান আজকে কুফফার তাদের পায়ের নিচে দলছে?

তাঁর কসম করে বলছি, যার দ্বীন ব্যতীত আর কোনো সত্য দ্বীন নেই, তাঁর কসম করে বলছি যার বার্তাবাহক মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমরা কোনোদিন সন্তুষ্ট হবো না, কোনোদিন না, যতক্ষণ না আপনারা তাদের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক, বাণিজ্য বন্ধ করে দেবেন, যতক্ষণ তারা একটা উচিত শিক্ষা লাভ না করবে।

আরে, ভাইয়েরা,

এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন দায়িত্ব, যা আমরা আব্দুল্লাহর ছেলের সম্মানের জন্য করতে পারি, সর্বনিম্ন দায়িত্ব। ওই সব দূষিত সংবাদপত্রের কোনো ধরনের ক্ষমাপ্রার্থনা আমরা গ্রহণ করবো না। রোমের কুকুর কিংবা তাদের প্রধানমন্ত্রীর কোনো মাফ চাওয়াতেও আমাদের মন গলবে না। আল্লাহ, এদের সব কয়টার উপর তোমার লানত পড়ুক।

তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে তামাশা করছো, তোমাদের জন্য দুর্ভোগ, তোমাদের ধর্মের জন্য দুর্ভোগ, তোমাদের বিকৃত চক্রান্তের জন্য দুর্ভোগ। আর যদি তোমরা আমাকে এজন্য গালি দাও, তিরস্কার করো আমি বলছি, আমার নিজের ও আমার পরিবারের সবার জান ও মাল আমি বাজি রাখলাম আল্লাহর রাসূলের জন্য।

আমরা তাঁকে মান্য করেছি, আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকে অনুসরণ করিনি- একটা আলোর রেখা যেভাবে অন্ধকারের বুক চিরে পথ দেখায়, তিনি তেমন একজন পথনির্দেশক। হে ক্রুশের পূজারীরা, অপেক্ষায় থাক! তোমাদের আর আমাদের মাঝে ফয়সালা হতে আর অল্পকিছু দিন বাকি মাত্র।

তোমাদের আর আমাদের মাঝে ফয়সালার জন্য কেবল কয়টা দিন সবর কর হে ক্রুশের পূজারীরা! আর আমরা দেখবো, যেভাবে তোমরাও দেখবে কারা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে, আর কারা হেদায়েতের পথ থেকে দুনিয়া ও আখেরাতে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে লানত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।' (সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৭)

এবং আল্লাহ বলছেন,

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

'যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ।' (সূরা কাউসার, আয়াত : ৩)

কাজেই আজকে যারা আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা করছে, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্বংশ করবেন, তোমাদের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না।
আল্লাহ কি বলেননি,

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

'বিদ্রুপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট।' (সূরা হিজর, আয়াত : ৯৫)

আর তাই, তাঁর বান্দাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, কিন্তু আল্লাহ চান যারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তারা তা প্রমাণ করে দেখাক। আমরা যা করছি তার জন্য আমাদের দূর্ভোগ ছাড়া আর কি আছে?
আমাদের নবীকে রক্ষা করা আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনি আমাদের ভবিষ্যত। কারণ, তিনি আমাদের দুনিয়া আর আখেরাতে শাফায়াতকারী। আজকে আমরা চিনে নিলাম কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী!
আজকে আমরা চিনে নিলাম কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী!

হে আমাদের নয়নের মণি, আমরা তো তোমাকে দেখিনি,
কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তিনি জানেন আমাদের অন্তর তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য কীভাবে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। এবং আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তুমি আমাদের নিকট আমাদের নিজেদের থেকেও বেশি প্রিয়, আমাদের বাপ-মা, পরিবার এবং সারা দুনিয়ার মানুষের থেকেও।
যারা আজকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে ত্যাগ স্বীকারে পেছনে পড়ে আছেন আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছেন, যারা আল্লাহর নবীর

সম্মান রক্ষা করতে পারে না তাদের নিজেদের জন্য কোনো সম্মান নেই। যারা তোমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে না তাদের মধ্যে কারো ইজ্জত নেই। আর যখন আমাদের গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো তখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো, কারা ভান করছে আর কারা তোমার জন্যে কাঁদছে?

সবচেয়ে প্রিয় সেই নাম যে নামে আমাদের ডাক পড়বে হাশরের ময়দানে, যখন বলা হবে, 'ইয়া উম্মাতে মুহাম্মাদি'।

সবচেয়ে প্রিয় সেই নাম যে নামে আমাদের ডাক পড়বে হাশরের ময়দানে, যখন বলা হবে, 'ইয়া উম্মাতে মুহাম্মাদি'।

আর যখন এটা বলা হবে, আমরাও বলবো, 'লাব্বাইক! লাব্বাইক! লাব্বাইক ইয়া রাসুলুল্লাহ!'

আর বাস্তবতা হচ্ছে, তারা তা দেখবে নয়তো শুনবে। যুবক কিংবা বৃদ্ধ, নারী কিংবা শিশু সবাই তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে প্রতিশোধের জন্য তোমার তরে, তোমার সম্মানে আর সেই ভূমিতে যেখানে তোমার পায়ের ধূলি উড়েছে।

আর তারা জেনে রাখুক, তুমি রেখে গেছো পুরুষদের, তারা অচিরেই জানতে পারবে কীভাবে তাদের পাল্টা জবাব দেওয়া হবে। আমাদের তাদের কোনো দরকার নেই, তাদের গরুর দরকার নেই, দুধের দরকার নেই, বাটারের দরকার নেই, মাখনের দরকার নেই।

ওদেরকে বয়কট করুন।

হে আল্লাহ! ওদের আপনি নির্বংশ করুন! এবং এই অবরোধ-বয়কট শুধু এক বা একাধিক দিনের জন্যে নয় বরং যতদিন আমরা বেঁচে থাকি ততদিনের জন্য যেন হয়।

আজ আমাদের জিভগুলো সে কথাই বলছে যা বলেছিলেন সাইয়্যেদেনা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর জাতি মিল্লাতে ইবরাহিম,

إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।' (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৪)

হে মুসলিম ব্যবসায়ী! আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করো না!
হে মুসলিম সাংবাদিক! আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করো না!
হে মুসলিম টিভি চ্যানেলের প্রচারক! আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করো না!
হে দেশের শাসক! হে হারামাইনের সেবক! উম্মতে মুহাম্মাদির সঙ্গে ধোঁকাবাজি করো না!
আজ আমাদের বাইয়াত হোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আসুন আজ আমরা নিজেদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের থেকে মুক্ত ঘোষণা করি।
হে আল্লাহর গোলামেরা!
আল্লাহ আমাদের একটা কাজের আদেশ করেছেন, আর এই কাজটা আগে তিনি নিজে করেছেন এরপর যে ফেরেশতারা সর্বদা তাঁর প্রশংসা করে তারাও করেছে, আর সে কাজটা কি? আল্লাহ বলছেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।' (সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৬)

হে আল্লাহ!
আপনার বান্দা ও হাবিব মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন, তাঁর পরিবারের উপর ও তাঁর সাহাবিদের উপর।

হে আল্লাহ!

আপনি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন যা আপনি কোনো জাতির পক্ষে তাদের নবীকে দিয়ে থাকেন।

হে আল্লাহ!

আমাদের তাঁর দর্শন লাভ হতে বঞ্চিত করবেন না। তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ হতে ও তাঁর দ্বীন প্রচার হতে বঞ্চিত করবেন না।

হে আল্লাহ!

আমাদেরকে হাউসে কাউসারের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েন, আর তাঁর হাত থেকে পানি পান করার সুযোগ দিয়েন। আর আমাদের ও তাঁর মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করবেন না যতক্ষণ না আমরা চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে যাই।

হে আল্লাহ!

আপনার দীন, আপনার কিতাব, সুন্নাতে রাসূল ও আপনার বিশ্বাসী বান্দাদের সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ!

যে আমাদের নবীর প্রতি বেয়াদবী করেছে, মুখের দ্বারা, কথার দ্বারা, ছবির দ্বারা, হে আল্লাহ!

তাদের জিহ্বা অচল করে দিন, প্যারালাইজড করে দিন আর তাদেরকে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখুন।

সময় এসে গেছে, সময় এসে গেছে, আল্লাহর জন্য আমরা পরোয়া করি না কোনো নিন্দুকের নিন্দার। সময় এসে গেছে, আমরা ভয় করি না আল্লাহর জন্য কোনো নিন্দুকের নিন্দার।

হে আল্লাহ! আপনার পথের মুজাহিদিনদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ!

যারা আপনার রাস্তায় লড়াই করছে আপনার দীনের মর্যাদা আরো উঁচু করার জন্য তাদের বিজয়ী করুন।

হে আল্লাহ!

আমাদের বিজয় দান করুন, ইরাকে, ফিলিস্তিনে, চেচনিয়ায়, কাশ্মীরে, আফগানিস্তানে, সুদানে, উগান্ডায় এবং বাকি সব জায়গায়।

হে আল্লাহ!
আমাদের কারাবন্দীদের মুক্তি দান করুন এবং আমাদের বাঁধন খুলে দিন, হে মালিকুল মুলক।

হে আল্লাহর বান্দারা!

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।' (সূরা নাহল, আয়াত : ৯০)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫২)

আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন যাতে তিনি তা আরো বৃদ্ধি করে দেন, আর যাবতীয় বিষয়াদির থেকে আল্লাহর স্মরণ উত্তম।

একটি গল্প শুনুন...

যখন যুদ্ধের সারি দাঁড়িয়ে গেল, কাতার সোজা হয়ে গেল, সীসা গলানো প্রাচীর তৈরি হয়ে গেল, তখন আবদুর রহমান বিন আউফের জবানিতে শুনুন। তিনি বলেছেন, 'আমি বাচ্চা ছেলেদের মাঝে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই অস্বস্তিবোধ করছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল নিজের নিরাপত্তার জন্য, নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য পুরুষ লোকের দরকার ছিল। কিন্তু তাদের দুজনের মুখ থেকে যখন জবান ছুটলো তখন আমি বুঝলাম, আমি এই ময়দানের সবচেয়ে সাহসী লোকদের মাঝে আছি।'

তারা বললেন, 'চাচা! দেখিয়ে দিন, বলুন আবু জাহেল কোথায়?'

তিনি বললেন, 'তার সঙ্গে তোমাদের কী দরকার?'

তারা উত্তর করেছিলেন, 'আমরা শুনেছি, সে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান করে।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তো করবেটা কি তাকে চিনতে পারলে?'

তারা যে উত্তর দিয়েছিল তাতে মিশেছিলো সত্যিকারের বীর পুরুষের ভালবাসা;

'ওয়াল্লাহি (আল্লাহর শপথ)! আমাদের নজর তার চোখ থেকে নিচে নামবে না!'

'ওয়াল্লাহি! আমাদের নজর তার চোখ থেকে নিচে নামবে না!'

'ওয়াল্লাহি! যদি সে বেঁচে যায় তাহলে আমাদের বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই!!'

***

আবু জাহেলের বংশধরেরা তার সুন্নত ধরে রেখেছে, কিন্তু আমরা পারিনি আমাদের পূর্বসূরীদের সুন্নাহ ধরে রাখতে। আজকে কে আছে যে আল্লাহর শত্রুদের অপমানের জবাব দিতে পারবে? কে তাদের নিশানা করবে? ...

মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া